‘ক’ সেট

নমুনা উত্তর

এসএসসি-২০১৮

বিষয় ঃ পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল)

(২০১৮ সালের সিলেবাস অনুযায়ী)

বিষয় কোড ঃ ১৪০

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

*	প্রতিটি প্রশ্নের একটি নমুনা উত্তর দেওয়া আছে। পরীক্ষার্থীর উত্তর হুবহু এ নমুনা উত্তরের মত চাওয়া প্রত্যাশিত নয়। পরীক্ষার্থীর উত্তর এ নমুনা উত্তরের চেয়ে ভালো, সমমানের বা খারাপ হতে পারে।	
*	প্রদত্ত নমুনা উত্তরের কোন বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীকে পরীক্ষার্থীর সঠিক বিকল্প উত্তর বিবেচনায় এনে নম্বর প্রদান করতে হবে।	
*	উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন ও উপস্থাপন কৌশল প্রদত্ত নমুনা উত্তর থেকে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।	
*	পরীক্ষার্থীর দক্ষতাস্তরের উপর ভিত্তি করে নম্বর প্রদান করতে হবে। পরীক্ষার্থী প্রত্যাশিত দক্ষতাস্তর অনুযায়ী লিখতে পারলে ঐ দক্ষতাস্তরের জন্য বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বর পাবে। সেজন্য $^{১}/_{২}$ (অর্ধেক) নম্বর দেওয়া যাবে না।	

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ও **সম্ভাব্য নমুনা উত্তর** (Sample Answer)

এসএসসি পরীক্ষা ২০১৮

বিষয় ঃ পৌরনীতি ও নাগরিকতা **বিষয় কোড ঃ ১৪০**

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (ক)	১	দ্বাদশ সংশোধনী লিখলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

বাংলাদেশে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পূনঃ প্রবর্তণ করা হয় ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (খ)	২	সংবিধান কে চিহ্নিত করে তাকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বলার কারণ ব্যাখ্যা করতে
	১	একটি দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান তা চিহ্নিত করতে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

একটি দেশের সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে সংবিধান । একটি দেশের সরকারের নির্বাচন পদ্ধতি পরিচালনার নিয়ম, গঠিত বিভাগ সমূহ, তাদের ক্ষমতা ও কাজ, জনগণের সাথে সরকারের সম্পর্ক নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে সংবিধান পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না । তাই সংবিধানকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বলা হয় ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (গ)	৩	'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান অলিখিত সংবিধান তা উল্লেখ করে উদ্দীপকের সাথে মিল করে ব্যাখ্যা করতে
	২	অলিখিত সংবিধানের ব্যাখ্যা করতে
	১	অলিখিত সংবিধান চিহ্নিত করতে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান অলিখিত সংবিধান । অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোন দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না । এধরণের সংবিধান চিরাচরিত প্রথা ও প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে । যেমন- বৃটেনের সংবিধান অলিখিত সংবিধান । উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের মূল দলিলে রাষ্ট্রের বেশির ভাগ বিষয়, চুক্তি, চাটার ইত্যাদিতে পূর্ব প্রচলিত রীতিনীতির প্রাধান্য রয়েছে । তাই 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানের সাথে অলিখিত সংবিধানের মিল লক্ষ্য করা যায় । তাই বলা যায় উদ্দীপকে উল্লেখিত সংবিধানটি অলিখিত সংবিধান ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (ঘ)	৪	উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে উদ্দীপকে 'খ' রাষ্ট্রের সংবিধানকে কেন উত্তম সংবিধান বলা যায় তা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করতে
	৩	উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে 'খ' রাষ্ট্রের মূল দলিলের মিল করে ব্যাখ্যা করতে
	২	উত্তম সংবিধানের ব্যাখ্যা করতে ।
	১	উত্তম সংবিধানের ধারণা উল্লেখ করতে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

উদ্দীপকে 'খ' রাষ্ট্রের মূল দলিলকে উত্তম সংবিধান বলা যায় । উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হল ঃ সুস্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ত মৌলিক অধিকারের উল্লেখ জনমতের প্রতিফলন, সংশোধন পদ্ধতি, সুষম ইত্যাদি । একটি উত্তম সংবিধানের ভাষা সহজ, সরল, সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত হবে । এতে জনগণের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ থাকবে । জনমতের ভিত্তিতে প্রণীত হবে এবং জনগণের আশা আকাংখার প্রতিফলণ ঘটবে । সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এটি সংশোধনের ও ব্যবস্থা থাকবে । উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রের মূল দালিলের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট ও সহজ সরল ভাষায় রচিত । এতে জনগণের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ রয়েছে । অতএব একথা বলা যায় যে, উত্তম সংবিধানের সুস্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ত, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের সাথে 'খ' রাষ্ট্রের সংবিধানের মিল রয়েছে । তাই 'খ' রাষ্ট্রের সংবিধান কে উত্তম সংবিধান বলা যায় ।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২ (ক)	১	লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক এ.কে. ফজলুল হক এর নাম লিখতে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

২নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২ (খ)	২	দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে
	১	দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারণা লিখতে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

২নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

দ্বি-জাতি তত্ত্বের ।

দ্বি-জাতি তত্ত্বের ঘোষণা করেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ । বৃটিশ শাসনামলে হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠের পাশাপাশি মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে স্ব-শাসনের চেতণা জাগ্রত হয় । মুসলমানদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিমলীগ । তিনি নেতা হিসেবে মুসলমান স্বার্থ রক্ষার জন্য এই ঘোষণা দেন । তিনি ঘোষণা করেন যে, ভারত উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি থাকবে । তিনি মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করেন । এটিই ইতিহাসে দ্বি-জাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২ (গ)	৩	ভাষা আন্দোলন উল্লেখ পূর্বক জাতিয়তাবাদের উদ্ভবে এর সম্পর্ক উদ্দীপকের সাথে মিল করে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	ভাষা আন্দোলনের সাথে জাতিয়তাবাদ উদ্ভবের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	ভাষা আন্দোলন লিখতে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

২নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

উদ্দীপকের 'ক' নির্দেশিত আন্দোলনটি হল ভাষা আন্দোলন । পাকিস্তানের ৫৬% মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫২ সালে উর্দ্ধকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হলে ছাত্র সমাজ এর প্রতিবাদ করে । ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ছাত্ররা বিক্ষোভ সমাবেশ ও ধর্মঘটের কর্মসূচি ঘোষণা করে । সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে মিছিলে গুলি চালায় । তাতে কতিপয় ছাত্র-নেতা নিহত হয় । এতে আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে এবং এটি সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলনে পরিণত হয় । সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ ছাত্র সমাজের সাথে একত্মতা ঘোষণা করে ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে । ভাষার দাবী গণমানুষের দাবীতে পরিণত হয় । অবশেষে সরকার বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং ১৫৫৬ সালের সংবিধান এর স্বীকৃতি দেন । উদ্দীপকে 'ক' ছকে উল্লেখিত ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় তাদের প্রথম সফলতা অর্জন করে । এভাবেই এই আন্দোলন জাতিয়তা বাদের উদ্ভব ঘটায় ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২ (ঘ)	৪	ছয় দফা আন্দোলন উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা করে স্বাধীনতা অর্জনে এর অবদান উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করতে
	৩	স্বাধীনতা অর্জনে ছয়দফা আন্দোলনের যোগসূত্র উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে
	২	ছয়দফা আন্দোলন ব্যাখ্যা করতে
	১	ছয়দফা আন্দোলন উল্লেখ করতে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

২নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

উদ্দীপকের 'খ' ছকে নির্দেশিত আন্দোলন হল ছয়দফা আন্দোলন । ছয়দফা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালীর ন্যায্য অধিকার তুলে ধরে ১৯৬৬ সালে ছয়টি দাবী উত্থাপন করেন । এই ছয়টি দাবী বাঙালির জাতির মুক্তি সনদ বা 'ম্যাগনার্কাটা' । কিন্তু আইয়ূব সরকার এটিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আখ্যা দিয়ে আগারতলা মামলা দায়ের করে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে । এতে সমগ্র বাংলায় আন্দোলন শুরু হয় । ১৯৬৯ সালে সমগ্র পূর্ব বাংলায় গণ বিদ্রোহ দেখা দেয় । আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবীতে আন্দোলন এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি ও মামরা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় । ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে আওয়ামী লীগ জয়রাভ করলেও ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়না । বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার সংগ্রামের ঘোষণা দেন । পাকিস্তান বাহিনী ২৫ মার্চ নির্বিচারে গণহত্যা চালালে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় যুদ্ধ করে এবং স্বাধীনতা অর্জন করে । মূলত ছয়দফা আন্দোলন থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে । উদ্দীপকে 'খ' চিহ্নিত আন্দোলন ছয় দফাই ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ যাতে উদ্ভুদ্ধ হয়েই অর্জন করে স্বাধীনতা । তাই বলা যায় ছয় দফাই আন্দোলনের মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল । উক্তিটি যথার্থ ।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩ (ক)	১	সামাজিক চুক্তি মতবাদের ধারণা লিখতে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৩ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

সামজিক চুক্তি মতবাদের মূল কথা হল 'সমাজে বসবাসকারী জনগণের পারস্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে' ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩ (খ)	২	সরকারের ধারণা লিখে ব্যাখ্যা করতে
	১	সরকারের ধারণা লিখতে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৩ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

সরকার রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না । সকরকার যাবতীয় কার্যাবলী সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয় । আইন, বিচার ও শাসন বিভাগ নিয়ে সরকার গঠিত । রাষ্ট্রভেদে সরকারের রূপ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে । যেমন বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার আর মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩ (গ)	৩	পৌরনীতির উৎপত্তিগত দিক উল্লেখ করে উদ্দীপকের সাথে মিল করে পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করতে ।
	২	পৌরনীতি উৎপত্তিগত দিক ব্যাখ্যা করতে
	১	বিষয় হিসেবে পৌরনীতি চিহ্নিত করতে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৩ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

উদ্দীপকে যে পাঠ্যপুস্তকের কথা বলা হয়েছে তা হল "পৌরনীতি" । প্রাচীন গ্রীসে নাগরিক ও নগররাষ্ট্র ছিল অবিচ্ছেদ্য । ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ে নগর রাষ্ট্র গঠিত ছিল । নগর রাষ্ট্রের কাজে যারা সরাসরি অংশ গ্রহণ করত তাদের নাগরিক বলা হত । আধুনিক কালে এই ধারণার পরিবর্তন হয় । নগর রাষ্ট্রের স্থলে বৃহৎ রাষ্ট্রের এবং অধিক নাগরিক সম্বলিত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় । এধরণের রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ভোগের পাশাপাশি কর্তব্যও পালন করে । নাগরিকের অধিকার কর্তব্যই শুধু নয়, নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় পৌরনীতির আলোচ্য বিষয় । পৌরনীতি হল জ্ঞানের সেই মুল্যবান শাখা যা নগরিকের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ স্থানীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নাগরিকতার সকল বিষয় নিয়ে পৌরনীতি আলোচনা করে । উদ্দীপকের হাবিব ৯ম শ্রেণির মানবিক শাখায় ছাত্র । তার পাঠ্য পুস্তকে মানুষের আচরণ দায়িত্ব ও কর্তব্য, অধিকার, রাষ্ট্রও সংবিধান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে । এখানে উল্লেখিত সকল বিষয় পৌরনীতির আলোচনায় আওতাভূক্ত । অতএব হাবিবের পঠিত বিষয়টি হল পৌরনীতি ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩ (ঘ)	৪	নাগরিক সমস্যা সমূহের সমাধানে পৌরনীতি বিষয়বস্তু ব্যাখ্য করে উদ্দীপকের সাথে মিলিয়ে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করতে ।
	৩	নাগরিক সমস্যা সমাধানে পৌরনীতির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে মিল করতে
	২	নাগরিক সমস্যা সমাধানে পৌরনীতির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে
	১	পৌরনীতি বিষয়কে চিহ্নিত করতে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৩ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়টি পৌরনীতি । পৌরনীতি এমন একটি বিষয় যা নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় আলোচনা না করে । পৌরনীতি নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য এবং সুনাগরিকতা অর্জনের প্রতিবন্ধককতা এবং তা দূর কারার উপায় সমুহ আলোচনা করে । নাগরিকের জীবনে যে সকল সমস্যা রয়েছে তা সমাধান করার পথ পৌরনীতি পাঠে মাধ্যমেই পাওয়া যায় । উদ্দীপকের হাবিব ৯ম শ্রেণির মানবিক শাখার ছাত্র সে একটি পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে যেমন নাগরিকের অধিকার কর্তব্য, রাষ্ট্র ও সংবিধান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং বিষয়টি অধ্যয়নের মাধ্যমে তার মধ্যে নাগরিক সচেতনতা বোধ জাগ্রত হয় । তার মাধ্যমেই সে নাগরিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথ ও খোঁজে পায় । তাই বিষয়টি নাগরিক সমস্যা সমাধানে সহায়ক ।

৪নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪ (ক)	১	সাম্যের ধারণা লিখতে
	০	সাম্যের ধারণা না লিখতে পারলে/অপ্রাসংগিত উত্তর লিখলে

৪ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

সাম্য অর্থ সমান । সাম্য বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশকে বোঝায় যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করে ।

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪ (খ)	২	স্বাধীনতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে ।
	১	স্বাধীনতার ধারণা লিখতে ।
	০	স্বাধীনতার ধারণা লিখতে না পারলে/অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা । পৌরনীতিতে স্বাধীনতা হল অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করা । অর্থাৎ স্বাধীনতা হল এমন সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ, যেখানে কেউ কারও ক্ষতি না করে সকলেই নিজের অধিকার ভোগ করে ।

৪ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪ (গ)	৩	গণতন্ত্রের 'ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ' গুণটির ধারণা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে মিল করতে ।
	২	ব্যক্তি স্বাধীনতা গুণটির ব্যাখ্যা করতে ।
	১	ব্যক্তি স্বাধীনতা গুণটি চিহ্নিত করতে ।
	০	ব্যক্তি স্বাধীনতা গুণটি চিহ্নিত করতে না পারলে/অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৪ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে গণতন্ত্রের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষাকবচ গুণটি ফুটে উঠেছে । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে । সরকারের সমালোচনা করতে পারে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে । ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিকাশ ঘটে এবং নাগরিকের অধিকার রক্ষা হয় । উদ্দীপকে বিবিসির সংলাপ অনুষ্ঠানে দেশের বিদ্যমান বিদ্যুৎ সমস্যা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ইত্যাদি বিষয়ে নাগরিক তাদের মতামত প্রকাশ করে । তারা সরকারের গঠনমুলক সমালোচনাও করে । এই ধরনে পরিস্থিতি একমাত্র গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায়ই লক্ষ্য করা যায় । অন্য সরকার ব্যবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার সুযোগ নেই । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে নাগরিকতার মতামত প্রকাশ করতে পারে ।

৪ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪ (ঘ)	৪	গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যান্য গুণসমূহ উল্লেখ করে ব্যাখ্যাসহ উদ্দীপকের সাথে যৌক্তিক মিল করে যৌক্তিক বিশ্লেষণ করতে ।
	৩	গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার অন্যান্য গুণসমূহ উল্লেখ করে ব্যাখ্যাসহ উদ্দীপকের সাথে মিল করতে ।
	২	গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার গুণসমূহের ব্যাখ্যা করতে ।
	১	গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার গুণসমূহের উল্লেখ করতে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৪ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

গণতন্ত্র বিকাশের জন্য দায়িত্বশীলতা, সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি, সাম্য ও সম অধিকারের প্রতীক, নাগরিকের মর্যাদা বৃদ্ধি, যুক্তি ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত ও রাজনৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি গুণাবলী প্রয়োজন । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় বলে দায়িত্বশীলতা থাকে । জনগণের আস্থার উপর সরকারকে নির্ভর করতে হয় । সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকে । যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে সবকিছুর প্রয়োগ করা হয় । বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিধায় রাজনৈতিক শিক্ষালয় হিসেবে কাজ করে । উদ্দীপকে রাষ্ট্রের বিরাজিত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনগণ টেলিভিশনে গঠনমূলক সমালোচনা ও করণীয় সম্পর্বে মত প্রকাশ করছে । তাই শুধু স্বাধীন চর্চা না করলে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হবে না । তাই গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে সকল গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে হবে ।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫ (ক)	১	সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ করতে ।
	০	১১৯ নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ করতে না পারলে । /অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৫নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের কথা উল্লেখ আছে ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫ (খ)	২	'এক ব্যক্তি এক ভোট' এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি তা ব্যাখ্যা করলে ।
	১	'এক ব্যক্তি এক ভোট' এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন পদ্ধতি লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৫নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে 'এক ব্যক্তি, এক ভোট পদ্ধতি' । এক ব্যক্তি এক ভোট বর্তমানে সর্বত্র গৃহীত নীতি । এ পদ্ধতিতে একটি আসনের জন্য যে কোন সংখ্যক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন কিন্তু একজন ভোটার কেবল একজন প্রার্থীকেই ভোট দিতে পারবেন । এটিই হচ্ছে 'এক ব্যক্তি এক ভোট' ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫ (গ)	৩	'রাজনৈতিক দলের ধারণা উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যাসহ উদ্দীপকের সাথে মিল করতে
	২	রাজনৈতিক দলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে
	১	রাজনৈতিক দলের নাম উল্লেখ করতে
	০	রাজনৈতিক দলের নাম উল্লেখ করতে না পারলে/অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৫নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

জনাব রফিক রাজনৈতিক দলের সদস্য । রাজনৈতিক দল হচ্ছে একটি দেশের জনগোষ্ঠীর সেই অংশ যারা একটি আদর্শ বা কিছু নীতি বা কর্মসূচির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে সংগঠিত হয় । রাজনৈকিক দলের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতায় গিয়ে দলের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা এবং নির্বাচনি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা ।
উদ্দীপকে জনাব রফিক সাহেব একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য । তিনি অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে সংগঠনের আদর্শ ও কর্মসূচি ঘোষণা করেন । তার সংগঠনটি দেশের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করেন এবং সেইগুলো সমাধানের লক্ষ্যে জনগণের সমর্থন আদায়পূর্বক নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন করেন । তার এবং তার দলের কাজসমূহ রাজনৈতিক কাজের সাথে মিল রয়েছে । অতএব রফিক সাহেব রাজনৈতিক দলের সদস্য ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫ (ঘ)	৪	গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করে গণতন্ত্রের বিকাশ তার ভূমিকা মূল্যায়ন করতে ।
	৩	গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে মিল করতে ।
	২	গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে ।
	১	গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার ধারণা লিখলে ।
	০	গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিতে না পারলে । অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৫নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি । গণতন্ত্র বলতে এমন একটি সরকার ব্যবস্থা বোঝায় যেখানে জনগণ তাদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত করে এবং জনগণের আস্থার উপর সরকার টিকে থাকে । তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম । রাজনৈতিক দলই জনগণের মতামতকে সুসংগঠিত করে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায় । যেহেতু জনগণের আস্থার উপর সরকার টিকে থাকে তাই রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে এর প্রতিযোগিতা চলে । উদ্দীপকে রফিক সাহেব তার সংগঠনের মাধ্যমে তার দলের আদর্শ ও কর্মসূচি ঘোষণা করেন । সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধান করেন এবং তা সমাধান করে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন । এভাবে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই চেষ্টা করে । তাই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে রাজনৈতিক দল আরও সুদৃঢ় করে ।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬ (ক)	১	Southa Asian Association for Regional Cooperation. লিখলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৬ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

Souta Asian Association for Regional Cooperation.

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬ (খ)	২	অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করলে ।
	১	অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলি উল্লেখ করলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৬ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ জাতিসংঘের একটি অন্যতম অঙ্গ সংস্থা । অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, খাদ্য, কৃষি ও শিক্ষার প্রসার, চিকিৎসা ও পুনর্বাসব মৌলিক মানবাধিকার কার্যকর করা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক কাজ করে ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬ (গ)	৩	জাতিসংঘের ধারণার ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে মিল করতে ।
	২	জাতিসংঘের ধারণার ব্যাখ্যা করতে ।
	১	জাতিসংঘের ধারণা লিখতে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৬ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

জাতিসংঘ বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্য ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠা লাভ করে । শুরুতে এর সদস্য ছিল ৫০ বর্তমানে ১৯৩টি । বিশ্ব শান্তির জন্য জাতিসংঘ বিভিন্নভাবে নিরলস কাজ করে থাকে । শান্তির প্রতি হুমকি ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে বিশ্ব শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে । মি: করিম জাতিসংঘের বিশ্ব শান্তি রক্ষী বাহিনীতে কর্মরত বা শুরু থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর কর্মকান্ডে সমর্থন জানাচ্ছে ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে । জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সেনা সদস্য প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষস্থান দখল করে আছে । বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে প্রায় ১১০০০ সেনা সদস্য পাঠিয়েছে । একথা বলা যায়, জনাব করিম জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬ (ঘ)	৪	কমনওয়েলথ এর ধারণার ব্যাখ্যা করে বাংলাদেশের সাথে এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে
	৩	কমনওয়েলত এর ধারণার ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে মিল করতে ।
	২	কমলওয়েলথ এর ধারণার ব্যাখ্যা দিতে
	১	কমনওেয়লথ এর ধারণা লিখতে
	০	কমনওয়েলথ এর ধারণা লিখতে না পারলে । অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৬ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

মি. পলাশ কমনওয়েলথ এর মহাসচিব । কমনওয়েলথ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা । ১৯৪৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় । বৃটেনের রাজা রাণী এর প্রধান । এর সদর দপ্তর লন্ডনে অবস্থিত । বৃটেনের স্বাধীন উপনিবেশগুলোর মধ্যে ন্যূনতম সম্পর্ক রক্ষা করা এর মূল উদ্দেশ্য । সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান প্রদানে সহায়তা করে এগিয়ে নেয়াই এর উদ্দেশ্য ।

উদ্দীপকের মি. পলাশ বেসামরিক নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও অন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মহাসচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন । সংস্থাটি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকারীন সরকারের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে কাজ করেছে । আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় বৃটেনের প্রচার মাধ্যমগুলো বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেছিল । বিবিসি ছিল বর্হিবিশ্বে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচার কার্য পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র । সেখানে বাংলাদেশের জন্য সাহায্য তহবিল ও গঠন করা হয়েছিল । কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত দেশ ভারত বাংলাদেশের প্রায় এককোটি লোককে আশ্রয় ও খাদ্য বস্ত্র চিকিৎসা দিয়ে সাহায্য করেছিল । তাই মি. পলাশের সংগঠনটি কমনওয়েলথ ।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭ (ক)	১	সমাজের ধারণা লিখতে পারলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৭ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

সমাজ বলতে সেই সংঘবদ্ধ জনগোষ্টিকে বোঝায় যারা কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একমত হয় ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭ (খ)	২	ঐশী মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	ঐশী মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৭ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

ঐশী মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সবচেয়ে পুরাতন মতবাদ এ মতবাদে বলা হয় বিধাতা বা স্রষ্টা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন এবং সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রকে পরিচালনার জন্য তিনি শাসক প্রেরণ করেছেন । রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত একটি প্রাচীন মতবাদ ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭ (গ)	৩	উদ্দীপকের সাথে মিলিয়ে শিক্ষা মূলক কাজ ব্যাখ্যা করলে ।
	২	পরিবারের কাজগুলোর মধ্যে শিক্ষা মূলক কাজ অন্যতম ব্যাখ্যা করলে ।
	১	শিক্ষা মূলক কাজ চিহ্নিত করলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৭ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

পরিবারের কাজগুলোর মধ্যে শিক্ষা মূলক কাজ অতি গুরুত্বপূর্ণ । শিশু বিদ্যালয়ে যাবার পূর্বেই পরিবারেই বর্ণমালার সাথে পরিচিতি লাভ করে থাকে । উদ্দীপকে জনাব জামাল ও সেলিনা দম্পতি তাদের সন্তানদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন যা তাদের দুই সন্তানকেই সরকারি চাকুরী লাভের সুযোগ এনে দিয়েছে । বাবা-মা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পারস্পরিক সহায়তা, সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীর শিক্ষা লাভের প্রথম সুযোগ পরিবারেই সৃষ্টি হয় । তাই বলা যায় পরিবারের শিক্ষা মূলক কাজ এর মাধ্যমেই দেশ ও জাতির উন্নতি লাভ করা সম্ভব । যা জনাব জামাল ও সেলিনার ক্ষেত্রে দেখা যায় ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭ (ঘ)	৪	সুনাগরিকের গুণাবলী প্রতিটি পরিবারের জন্য অনুসরণীয় কেন তা বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দিতে পারলে ।
	৩	উদ্দীপকের সাথে মিলিয়ে সুনাগরিকের গুণ ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	সুনাগরিকের গুণ ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	সুনাগরিকের গুণ লিখতে পারলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৭ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

জনাব সালামের কাজটিতে একজন সুনাগরিকের গুণ প্রকাশ পেয়েছে । যোগ্য প্রার্থীকে ভোটদান করা সুনাগরিকের একটি অন্যতম গুণ । পরিবারে সাধারণত বাবা-মা, কিংবা বড় ভাইবোন অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে । বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম সুনাগরিকের প্রধান তিনটি গুণ । এই গুণের মাধ্যমে মানুষ সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠে । বিবেক বান নাগরিক একদিকে যেমন রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করে ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি যথাযথভাবে দাযিত্ব ও কর্তব্য পালন করে । উদ্দীপকে সালাম সাহেব একজন সুনাগরিক কারণ তিনি তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে বলিষ্ট ভূমিকা রাখেন । জনাব সালামের কাজটি প্রতিটি পরিবারের জন্য অনুসরণীয় কারণ একমাত্র সুনাগরিকই পারে তার বিবেক ও বুদ্ধির সঠিক প্রয়োগ করে যোগ্য ও সৎ মানুষকে ভোট দিয়ে দেশের উন্নয়নে সহায়তা করতে ।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (ক)	১	পঞ্চদশ সংশোধনী ২০১১ সালে গৃহীত হয় তা চিহ্নিত করতে পারলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৮ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

২০১১ সালে বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী গৃহীত হয় ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (খ)	২	সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা আংশিকভাবে লিখতে পারলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৮ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

যে সব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে । সংবিধান একটি রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি । সরকার কিভাবে নির্বাচিত হবে, আইন শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে এসব বিষয় সংবিধানে উল্লেখ থাকে । তাই সুষ্ঠুভাবে একটি দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য সংবিধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (গ)	৩	উদ্দীপকের সাথে পদ্ধতিটির মিল করে দেখাতে পারলে ।
	২	ক্রম বিবর্তন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	ক্রম বিবর্তন পদ্ধতিটি চিহ্নিত করতে পারলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৮ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

জনাব জনের দেশের সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিটি হলো ক্রম বিবর্তনের পদ্ধতি । সংবিধান প্রতিষ্ঠার চারটি পদ্ধতির মধ্যে জনের দেশের সংবিধানটি গড়ে উঠেছে । জন বলেন তার দেশের সংবিধানের কতকগুলো রীতি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল যা থেকে বোঝা যায় যে তার দেশের সংবিধান ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে । তাই বলা যায় জনাব জনের দেশের সংবিধান ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (ঘ)	৪	উত্তম সংবিধান একটি দেশের জন্য প্রয়োজন এটি উদ্দীপকের সাথে মিল রেখে বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	উত্তম সংবিধান উদ্দীপকের সাথে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	উত্তম সংবিধানের ব্যাখ্যা দিতে পারলে ।
	১	উত্তম সংবিধানের ধারণা লিখতে পারলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৮ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

জনাব মোমিনের দেশের সংবিধানকে একটি উত্তম সংবিধান বলা যায় । উত্তম সংবিধান হলো যে সংবিধানে জনগণের মতামতের প্রাধান্য থাকে তাকে উত্তম সংবিধান বলে । উদ্দীপকে দেখা যায় যে, মোমিন সাহেবের দেশের সংবিধান একটি পরিষদের মাধ্যমে প্রণীত হয় এবং সেই সংবিধানে জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয় । আমরা জানি যে, সংবিধানে জনমতের প্রাধান্য লক্ষ করা যায় । জনগণের মৌলিক অধিকার সঠিকভাবে উল্লেখ থাকে এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে । তাই একথা বলা যায় যে জনাব মোমিন এর দেশের সংবিধান একটি উত্তম সংবিধান ।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯ (ক)	১	নির্বাচনে ধারণা লিখলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৯ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

নির্বাচন হচ্ছে জন প্রতিনিধি বাছাইয়ের পদ্ধতি । স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটাধিকার প্রাপ্ত সকল নাগরিক ভোট দিয়ে জন-প্রতিনিধি বাছাই করে এই প্রক্রিয়াকে নির্বাচন বলে ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯ (খ)	২	ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	পরোক্ষ নির্বাচনের ধারণা লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৯ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

জনগণ ভোটের মাধ্যমে জন প্রতিনিধি বা একটি মধ্যবর্তী সংস্থা নির্বাচিত করেন । এই জন প্রতিনিধিগণ ভোট দিয়ে যখন রাষ্ট্রপতি বা সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচন করেন তখন তাকে বলা হয় পরোক্ষ নির্বাচন ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯ (গ)	৩	নির্বাচন কমিশনের কাজগুলো ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে মিলাতে ।
	২	নির্বাচন কমিশনের কাজ ব্যাখ্যা করলে ।
	১	নির্বাচন কমিশন লিখলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৯ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

উদ্দীপকে নির্বাচন কমিশনের কথা বলা হয়েছে । নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে । নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে । নির্বাচন কমিশন স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনগুলোও পরিচালনা করে থাকেন তারা নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে না চললে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করে থাকেন ।

উদ্দীপকে যে সংস্থাটির কথা বলা হয়েছে সেই সংস্থাটি এ ধরনের কাজগুলো করেছে তাই বলা যায় উদ্দীপকের সংস্থাটি হলো নির্বাচন কমিশন ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯ (ঘ)	৪	রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত দিলে ।
	৩	নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রক গতিশীল করে উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করলে ।
	২	রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করলে ।
	১	রাজনৈতিক দল লিখলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখ৷৷

৯ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সংগঠনই হলো রাজনৈতিক দল । রাজনৈতিক দল হচ্ছে একটি দেশের জনগোষ্ঠির সেই অংশ যারা একটি আদর্শ বা কিছু নীতি বা কর্মসূচির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে সংগঠিত হয় । রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব তৈরিকরণ সরকার গঠন, রাজনৈতিক শিক্ষাদান, গঠনমূলক, বিরোধিতা ও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি দেশের গণতন্ত্রকে সুসংগঠিত করে । তাই এই উক্তিটি যথার্থ যে "নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সংগঠনই গণতন্ত্রকে গতিশীল করে ।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০ (ক)	১	নাগরিকের ধারণা লিখলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১০ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

যে ব্যক্তি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্টের প্রতি কর্তব্য পালন করে তাকে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক বলে ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০ (খ)	২	দ্বৈত না নাগরিকতার ধারণাটি সঠিকভাবে লিখলে ।
	১	দ্বৈত নাগরিকের ধারণা আংশিক লিখলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১০ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

একজন ব্যাক্তির একই সংগে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনকে দ্বৈত নাগরিকতা বলে । সাধারণত একজন ব্যক্তি একটিমাত্র রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনের সুযোগ পায় । তবে জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি থাকায় কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতার সৃষ্টি হতে পারে । বাংলাদেশের একজন নাগরিকের সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে সে উভয় দেশের নাগরিক হবে ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০ (গ)	৩	ধারণাটি উদ্দীপকের সাথে মিলাতে পারলে ।
	২	ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	বিবেক/আত্মসংযম লিখলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১০ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

উদ্দীপকে রহমান সাহেবের বিবেকবোধ/আত্মসংযমের গুণের প্রকাশ ঘটেছে । বিবেক হলো সেই গুণ যার মাধ্যমে নাগরিক ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, ভালমন্দ, অনুধাবন করতে পারে । বিবেকবান নাগরিক একদিকে যেমন রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করে উদ্দীপকে রহমান সাহেব ৪০ টাকা দরে চাল বিক্রয় করে লোভ লালসার উর্ধ্বে থেকে কম লাভ করে বিবেকবান নাগরিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন । তাই বলা যায় উদ্দীপকে বিবেকবান নাগরিকের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে ।

আত্মসংযম

সুনাগরিকের আত্মসংযম থাকা উচিৎ । এর অর্থ নিজেকে সকল লোভ লালসার উর্ধ্বে থেকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করা । অর্থাৎ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করার নাম আত্মসংযম । এছাড়া প্রত্যেক নাগরিকের দূনীর্তি, স্বজন প্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থাকতে হবে উদ্দীপকে রহমান সাহেব লোভ লালসার উর্ধ্বে থেকে অবশ্যই আত্মসংযমী নাগরিকের পরিচয় প্রদান করেছেন ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০ (ঘ)	৪	বিবেক এর ধারণাটি মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত দিলে ।
	৩	উদ্দীপকের সাথে তুলনা করে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	বিবেকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	বিবেক লিখলে
	০	অপ্রাসংগিক উত্তর লিখলে ।

১০ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

বিবেক সেলিম সাহেবকে প্রভাবিত করেছে । সুনাগরিকের তিনটি গুণ আছে । যার বিবেক আছে সে ন্যায় অন্যায়, সৎ-অসৎ বুঝতে পারে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে আর যে আত্মসংযমী সে বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে । বিবেকবোধ সেলিম সাহেবকে প্রভাবিত করেছে । বিবেক সুনাগরিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ । সেলিম সাহেবের বিবেকবোধ রহমান সাহেবের আত্মসংযমী মনোভাবের কারণে হয়েছে । তিনি রহমান সাহেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চালের দাম কমিয়ে বিক্রয় করেছেন । সেক্ষেত্র বলা যায় রহমান সাহেবের বিবেকবোধ সেলিম সাহবেকে প্রভাবিত করেছে ।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১ (ক)	১	কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে তাকে বলা হয় কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১ (খ)	২	সংসদীয় সরকারের ধারণা ব্যাখ্যা করলে ।
	১	সংসদীয় সরকারের ধারণা লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

যে শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট এবং শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বলে । বাংলাদেশ, ভারত যুক্তরাজ্য, প্রভৃতি দেশে এ ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১ (গ)	৩	উদ্দীপকের সাথে মিলিয়ে লিখলে
	২	এক নায়কতন্ত্র ব্যাখ্যা করলে
	১	এক নায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা চিহ্নিত করলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

সাবিনার রাষ্ট্রে একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান । একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থা । এতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে । এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । উদ্দীপকে সাবিনার রাষ্ট্রে এক নায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । সাবিনার দেশে নির্বাচিত সরকার নেই এবং সরকার প্রধানের আদেশই আইন তাই বলা যায় যে সাবিনার দেশে একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১ (ঘ)	৪	মহসিনের রাষ্ট্রের সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	গণতন্ত্রের গুণ উদ্দীপকের সাথে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	গণতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	গণতন্ত্র চিহ্নিত করলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

মহসিনের রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান । গণতন্ত্র হলো যে শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে । এটি এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্যে জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে । গণতন্ত্রে বহু রকম নাগরিক সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান । উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান ।